Lone-wolf

আবু সাঈদ আল বাঙ্গালী মাহদি হাসান জন (হাফিঃ)

এডিটিং : আবু মুহারিব আল বাঙ্গালী (আতিক)

Media

بسم الله الرحمن الرحيم

সকল প্রশংসা আল্লাহু সুব. এর জন্য যিনি আমাদেরকে খিলাফাহর মাধ্যমে সম্মানিত করেছেন, এবং খিলাফাহর সৈনিক হিসেবে আমাদের কবুল করেছেন। এবং দরুদ ও সালাম বর্ষিত হোক মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের উপর যাকে দুনিয়াতে তরবারি সহ প্রেরণ করা হয়েছে।

অতঃপরঃ,,, আল্লাহু সুব. বলেন,,,

তোমরা যুদ্ধাভিযানে বেরিয়ে পড়, অবস্থা হালকাই হোক আর ভারীই হোক (অস্ত্র কম থাকুক আর বেশি থাকুক) আর আল্লাহর রাস্তায় তোমাদের মাল দিয়ে আর তোমাদের জান দিয়ে জিহাদ কর, এটাই তোমাদের জন্য সর্বোত্তম, তোমরা যদি জানতে! [তাওবা:৪১] **।**

হে মুজাহিদ ভাই, আপনাকেও বেড়িয়ে পড়তে হবে মহান রবের হুকুমে কুফর জাতীসমূহ ও এর মিত্ররা আজ আপনাদের ভয়ে কম্পিত আতংকিতভাবে দ্বীন অতিবাহিত করছে , তারা জানে না কখন কিভাবে তাদের উপর আল্লাহর ক্রোধ আপতিত হবে । বর্তমানে পুরো পৃথিবীতে আরেক আতংকের নাম হচ্ছে Lone-wolf, এই Lone-Wolf (একাকী শিকারী) আজ কুফফার ত্বাগুতদের এতোটায় ভীতসন্ত্রস্ত করছে যে তারা এর চিন্তায় ঘুমিয়েও এর স্বপ্ন দেখছে ।

বর্তমান পৃথিবীর সবচেয়ে মারাত্বক ও ভয়ংকর হামলার নাম এই

"Lone-Wolf" কে কখোন কোথা থেকে এ হামলা চালাবে তা মহান রব এবং ঐ মুজাহিদ ছাড়া আর কেউ জানেনা।

হতে পারে আপনিই সে "Lone-Wolf" মুজাহিদ, ইনশাআল্লাহ,,,

হ্যাঁ ভাই আপনি, আপনিই হবেন "Lone-Wolf" মুজিাহদ আপনাকে প্রস্তুত হতে হবে রণসজ্জায়, মহান রবের সন্তুষ্টি অর্জনে ছিন্ন ভিন্ন করে দিতে হবে কুফফারদের দেহ সমূহেকে বি-ইযনিল্লাহ্।

আল্লাহু সুব. বলেন,,,

তোমরা যুদ্ধ করতে থাকো তাদের সাথে, আল্লাহ তোমাদের হাতে তাদেরকে শাস্তি দেবেন এবং তাদেরকে অপদস্থ করবেন, আর তোমাদেরকে তাদের বিরুদ্ধে সাহায্য করবেন এবং মুমিন কওমের অন্তরসমূহকে চিন্তামুক্ত করবেন। [**তাওবা: ১৪**]

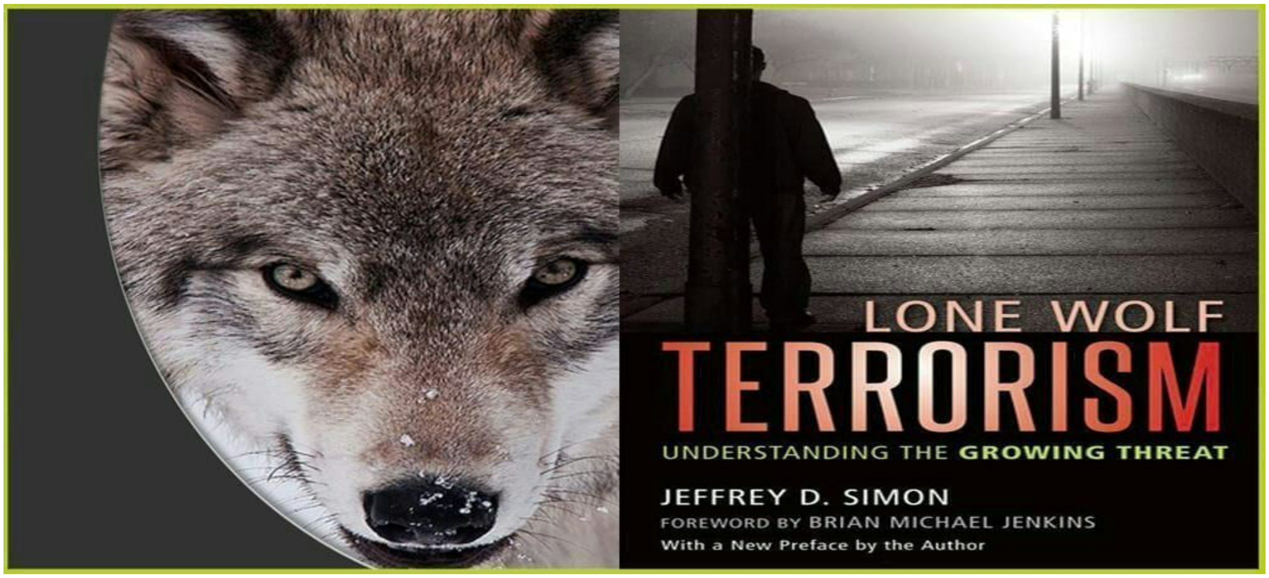

এক আল্লাহর জন্য কুফফারদের মনে ত্রাস সঞ্চার করতে আপনি একাই যথেষ্ট।

হামলা চালান মুরতাদদের সমাবেশে বা একক টার্গেট ভিত্তিক।

কুফফারদের মাটি তাঁতিয়ে দিন যেন তারা আরাম-আয়েশে জিন্দেগি যাপন করতে না পারে।

- **এর জন্য আপনাকে অবশ্যই "Lone-Wolf" সম্পর্কে জানতে হবে জানতে হবে কিছু কৌশল যা দ্বারা কুফফার ও এর মিত্রদের ধোঁকা দিতে পারবেন এবং তাদেরকে ভীতসন্ত্রস্ত করতে পারবেন ইনশাআল্লাহ।**

আল্লাহু সুব. বলেন,,,

অতঃপর যখন নিষিদ্ধ মাসগুলো অতিবাহিত হয়ে যাবে, তখন তোমরা মুশরিকদেরকে যেখানেই পাও হত্যা কর এবং তাদেরকে পাকড়াও কর, তাদেরকে অবরোধ কর এবং তাদের জন্য প্রতিটি ঘাঁটিতে ওঁৎ পেতে বসে থাক। [তাওবা: ৫]

"Lone-Wolf" Part 1.....

হামলার জন্য অবশ্যই আপনাকে হামলার কৌশল, হাতিয়ার এবং শারীরিক ক্ষমতা অর্জন করতে হবে।

ধরে নিন আপনি একজন ত্বাগুত পুলিশকে টার্গেট করেছেন,,,,,

এখন আপনাকে আগেই নির্ধারণ করতে হবে ঐ পুলিশ এবং আপনার মাঝে তফাৎটা কেমন?

সাধারণত পৃথিবীর সকল দেশের পুলিশ সুঠাম দেহের অধিকারী হয়ে থাকে,,তারা যেকোন অস্ত্র চালাতে জানে,তাদের মার্শাল আর্ট জানা থাকে, যুবক থেকে মাঝ বয়সী পুলিশ দীর্ঘক্ষন দৌড়নোর ক্ষমতা রাখে, তাছাড়া তাদের মাঝে অপরাধীকে চেনার একটা অনুভূতি থাকে সহজেই তারা অপরাধী সনাক্ত করতে পারে ইত্যাদি।

"Lone-Wolf"-- **ভাই আপনার মাঝে এসবের চাইতে বেশী গুণাবলী আছে কি**??

যদি থাকে আলহামদুলিল্লাহ।

যদি না থাকে তাহলে কি করণীয়!!!

সে ক্ষেত্রে অবশ্যই আপনাকে ঐ হামলার যোগ্যতা অর্জন করতে হবে, ইনশাআল্লাহ। (**আল্লাহ আপনাদের সহায় হোন**)

[**জামায়াহ বদ্ধ হোন খিলাফায় ইনশাআল্লাহ**]

" Lone-Wolf" এর ক্ষেত্রে আপনার প্রয়োজন

১. **আল্লাহর নিকট অধিক সাহায্য প্রার্থনা করা।**

২. **কৌশলের অধিকারী হওয়া।**

৩. **শারীরিক যোগ্যতা অর্জন করা।**

৪. **হাতিয়ার নির্বাচন ও তার সঠিক প্রয়োগ সম্পর্কে ধারনা অর্জন করা।**

হে মুজাহিদ ভাই নিজেকে প্রস্তুত করুন আপনার অবস্থা যেনো বসে থাকা লোকদের মতো না হয় যাদের সম্পর্কে আল্লাহ সুব. বলেন,,

(যুদ্ধাভিযানে) বের হওয়ার তাদের যদি ইচ্ছেই থাকত তবে তারা সেজন্য অবশ্যই প্রস্ত্ততি নিত। কিন্তু তাদের অভিযানে গমনই আল্লাহর পছন্দ নয়, কাজেই তিনি তাদেরকে পশ্চাতে ফেলে রাখেন আর তাদেরকে বলা হয়, ‘যারা (নিস্ক্রিয় হয়ে) বসে থাকে তাদের সাথে বসে থাক’। [**তাওবা: ৪৬**]

তাই উঠে দাড়ান আখিগন,,

নিজেকে প্রস্তুত করুন এক আল্লাহর জন্য, শরীয়াহ প্রতিষ্ঠার জন্য,

নবুয়তের আদলে খিলাফাহ প্রতিষ্ঠার জন্য, জি হ্যাঁ আপনিই তো খিলাফার সৈনিক

আপনিই সেই রাসুল সেনা আপনি জুন্দুল্লাহ্

You are the "Lone-Wolf"

হে "Lone-Wolf" মুজাহিদ ভাই,

আপনি কখনো নিজেকে একা মনে করবেননা, মহান আল্লাহ সর্বদা আপনার সাথে আছেন,তিনি আপনাকে দেখছেন,আপনার রবের নিকট সাহায্য প্রর্থনা করুন, তার উপর ভরসা রাখুন তিনি আপনার কিতালকে সহজ করে দিবেন ইনশাআল্লাহ্।

আল্লাহর প্রতি ভরসা ছাড়া কোন বান্দাই কোন মুহূর্ত অতিবাহিত করতে পারে না। এটি একটি গুরুত্বপূর্ণ ইবাদত।

আল্লাহু সুব. বলেন,,,,,,

'আর ভরসা কর সেই জীবিত সত্তার (আল্লাহর) উপর, যিনি কখনো মৃত্যুবরণ করবেন না।' [সূরা ফুরক্বান-৫৮]

এখানে একটি গুরুত্বপূর্ণ কথা স্মরণ রাখতে হবে যে, বিশুদ্ধভাবে আল্লাহর উপর ভরসার সাথে আবশ্যক হলো, আপনি নিরাশ না হয়ে আপনার কাঙ্ক্ষিত গন্তব্যের উদ্দেশ্যে কাজ করে যাওয়া। ভরসা করে বসে থাকা নয়।

আল্লাহ তা’য়ালা বলেন..

‘তোমরা আল্লাহকে ভয় কর, আর মু’মিনগণ যেন আল্লাহর উপরই ভরসা করে।’ [সূরা মায়েদা-১১]

এ অর্থে একটি হাদিসও বর্ণিত হয়েছে। আনাস (রা.) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, জনৈক ব্যক্তি জিজ্ঞেস করল, হে আল্লাহর রাসূল! উটটিকে বাঁধার পর আল্লাহর উপর ভরসা করব? নাকি আল্লাহর উপর ভরসা করে (না বেঁধেই) ছেড়ে দিব? তিনি (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বললেন, ‘আগে তা বেঁধে দাও, তারপর আল্লাহর উপর ভরসা কর।’ [তিরমিজি]

তাই হে "Lone-wolf" মুজাহিদ ভাই সর্বদা আপনার নিয়তকে খালিস করুন একমাত্র আল্লাহর জন্যই। এবং তার সন্তুষ্টির উদ্দেশ্য দৃঢ়পদ থাকুন।

দ্বিনের ওপর যারা দৃঢ়পদ থাকবে আল্লাহ তাদের সম্পর্কে বলেছেন, ‘যারা বলে, আল্লাহ আমাদের প্রতিপালক। অতঃপর অবিচল থাকে, তাদের কাছে অবতীর্ণ হয় ফেরেশতা এবং বলে, তোমরা ভীত হয়ো না, চিন্তিত হয়ো না। তোমাদের যে জান্নাতের প্রতিশ্রুতি দেওয়া হয়েছিল তার জন্য আনন্দিত হও।’ [সুরা : হা-মিম-সাজদা, আয়াত : ৩০]

মুরতাদ হাসিনা ও তার মুরতাদ বাহিনী

কুফফার বাহিনী আপনাকে হত্যাই করবে আপনি দ্বীন ইসলাম ত্যাগ না করা পর্যন্ত। তার চেয়ে এই ভাল যে আপনি আল্লাহর দ্বীনে অটুট থাকুন এবং কিতাল চালিয়ে যান এক আল্লাহর জন্য। এটাই সম্মান, মর্যাদা ও জান্নাতের পথ।

বাঘ এবং সিংহ অনেক শক্তিশালী প্রাণী হলেও এরা সার্কাসে কৌতুক করে। কিন্তু নেকড়ে কখোনই সার্কাসে কৌতুক করেনা, তাকে দিয়ে তা করানো সম্ভব নয়।

ঠিক "Lone-Wolf"-মুজাহিদ কখনোই ত্বাগুতের গোলামি করবেন না।

আপনাদের অবশ্যই মনে রাখতে হবে মুরতাদ হাসিনা ও এর মিত্র, নিরাপত্তা বাহিনী, পুলিশ, রেব , সেনাবাহিনী, এবং এর অধিনস্ত সকলের হুকম একই তাদের যেখানেই পাও হত্যা করো বি-ইযনিল্লাহ্।

আল্লাহু সুব, বলেন,,

আর যারা মু'মিন তারা যুদ্ধকরে আল্লাহর পথে, আর যারা কাফির তারা যুদ্ধ করে তাগুতের পথে । সুতরাং, তোমরা শয়তানের বন্ধুদের সাথে যুদ্ধ কর! নিশ্চয়ই শয়তানের চক্রান্ত অবশ্যই দুর্বল।" [সূরা নিসা: আয়াত ৭৬]

" Lone-Wolf" Part 2...

রাতের আঁধারে চা-পাতি হাতে বসে,শুধু অপেক্ষার প্রহর।

একজন ত্বাগুত পুলিশ আসবে এই পথে দাম্ভিকতার সাথে মোটরসাইকেলে চড়ে। মটর সাইকেলটি ৬০-৮০ কি.মি. বেগে আসছে। আরো নিকটে, অতি নিকটে,,,আপনিও প্রস্তুত

মহান রবের হুকুম পালনে আপনি দৃঢ়বদ্ধ,,, কেউ আপনাকে ফিরাতে পারবেনা সে পথ হতে,,,দৃঢ় সংকল্প মনে,,আজ ঐ ত্বাগুতটিকে আপনার চা-পাতির মৃত্যু-চা পান করাবেন। রবের নাম সর্বদা আপনার মনে,মুখে তাকবির ধ্বনি,মহান আল্লাহর সন্তুষ্টি অর্জনে গর্জে উঠল আপনার চা-পাতিটি।

জ্বি হ্যাঁ, মহান আল্লাহর নামে চোখের নিমিষেই ঘেঁজাঙ করে এক কোপ বসিয়ে দিলেন ঐ চলন্ত মটর সাইকেল ত্বাগুত পুলিশের গলা বরাবর সাথে সাথেই ঐ ত্বাগুদের দাম্ভিকতা মাটির সাথে মিশে যাবে। তারপর, তারপর আর ফিরে দেখার কোন প্রয়োজন নেই পূর্ব-পরিকল্পত পথ ধরে নিরাপদে দ্রুত সরে পড়বেন সেখান থেকে ইনশাআল্লাহ।

(হামলার আগে ও পরে আল্লাহর সন্তুষ্টি অর্জনে দু'রাকাআত সালাত আদায় করে নিরাপত্তা প্রার্থনা করুন, এবং শত্রুর কবল থেকে বেঁচে থাকতে মহান রবের নিকট বেশি বেশি দোয়া এবং নেকআমল করবেন ইনশাআল্লাহ) আর হ্যাঁ! ঠিকই ধরেছেন এই হামলাকেই "Lone-Wolf" হামলা বলা হয়।

আর আপনিই সেই "Lone-Wolf" মুজাহিদ।

"Lone-Wolf"--মুজাহিদ ভাইদের জন্য বিশেষ দোয়া।

শত্রুর দৃষ্টি থেকে গোপন থাকার আমল,

হযরত কা’ব বলেনঃ রসুলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আ’লাইহি ওয়া সাল্লাম) যখন মুশরীকদের দৃষ্টি থেকে আত্মগোপন করতে চাইতেন, তখন কুরআনের তিনটি আয়াত তিলাওয়াত করতেন; এর প্রভাবে শত্রুরা তাকে (সাল্লাল্লাহু আ’লাইহি ওয়া সাল্লাম) দেখতে পেতো না। আয়াত তিনটি হলঃ সূরা কাহাফের (৫৭ নাম্বার) আয়াত,

إِنَّا جَعَلْنَا عَلَىٰ قُلُوبِهِمْ أَكِنَّةً أَن يَفْقَهُوهُ وَفِي آذَانِهِمْ وَقْرًا

সূরা নাহলের (১০৮ নাম্বার) আয়াত,

أُولَـٰئِكَ الَّذِينَ طَبَعَ اللَّـهُ عَلَىٰ قُلُوبِهِمْ وَسَمْعِهِمْ وَأَبْصَارِهِمْ ۖ وَأُولَـٰئِكَ هُمُ الْغَافِلُونَ

সূরা জাশিয়া’র (২৩ নাম্বার) আয়াত,

أَفَرَأَيْتَ مَنِ اتَّخَذَ إِلَـٰهَهُ هَوَاهُ وَأَضَلَّهُ اللَّـهُ عَلَىٰ عِلْمٍ وَخَتَمَ عَلَىٰ سَمْعِهِ وَقَلْبِهِ وَجَعَلَ عَلَىٰ بَصَرِهِ غِشَاوَةً

হযরত কা’ব বলেনঃ রসুলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আ’লাইহি ওয়া সাল্লাম) এর এই ব্যাপারটি আমি সিরিয়ার এক ব্যক্তির কাছে বর্ণনা করি। তিনি কোন প্রয়োজনে রোমে গমন করেন। বেশ কিছুদিন সেখানে অবস্থান করার পর তিনি রোমীয় কাফিরদের নির্যাতনের শিকার হয়ে পড়লে প্রাণের ভয়ে সেখান থেকে পালিয়ে যান। শত্রুরা তার পিছু নেয়, এমন সংকটময় মুহূর্তে হঠাৎ হাদিসটি তার মনে পড়ে। তিনি দেরী না করে আয়াত তিনটি তিলাওয়াত করতেই শত্রুদের দৃষ্টির সামনে পর্দা পড়ে যায়। তিনি যে রাস্তায় চলছিলেন, শত্রুরাও সেই রাস্তাতেই চলাফেরা করছিলো, কিন্তু

তারা তাকে দেখতে পাচ্ছিলো না।

ইমাম সা’লাবি বলেনঃ হযরত কা’ব থেকে বর্ণিত রেওয়ায়েতটি আমি ‘রাই’ অঞ্চলের এক ব্যক্তির কাছে বর্ণনা করেছিলাম। ঘটনাক্রমে সায়লামের কাফিররা তাকে গ্রেপ্তার করে। তিনি কিছুদিন কয়েদে থাকার পর সুযোগ পেয়ে পালিয়ে যান। শত্রুরা তাকে পেছনে ধাওয়া করে। তিনি আয়াত তিনটি তিলাওয়াত করলে আল্লাহ তাদের চোখের উপর পর্দা ফেলে দেন। ফলে তাদের দৃষ্টি থেকে তিনি অদৃশ্য হয়ে যান, অথচ তারা

পাশাপাশি চলছিল আর তাদের কাপড় তার কাপড় স্পর্শ করছিলো।

ইমাম কুরতুবি বলেনঃ এই আয়াত তিনটির সাথে সূরা ইয়াসিনের সেই আয়াতগুলোও মিলানো উচিত, যেগুলো রসুলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আ’লাইহি ওয়া সাল্লাম) হিজরতের সময় তিলাওয়াত করেছিলেন। তখন মক্কার মুশ্রিকেরা তার (সাল্লাল্লাহু আ’লাইহি ওয়া সাল্লাম) বাসা ঘেরাও করে রেখেছিলো। তিনি (সাল্লাল্লাহু আ’লাইহি ওয়া সাল্লাম) আয়াতগুলো তিলাওয়াত করে তাদের মাঝখান দিয়ে চলে যান, বরং তাদের মাথায় ধুলো নিক্ষেপ করতে করতে যান, কিন্তু তাদের কেউ টেরও পায়নি। সূরা ইয়াসিনের আয়াতগুলো হলঃ

يس ,وَالْقُرْآنِ الْحَكِيمِ , إِنَّكَ لَمِنَ الْمُرْسَلِينَ , عَلَىٰ صِرَاطٍ مُّسْتَقِيمٍ , تَنزِيلَ الْعَزِيزِ الرَّحِيمِ لِتُنذِرَ قَوْمًا مَّا أُنذِرَ آبَاؤُهُمْ فَهُمْ غَافِلُونَ , لَقَدْ حَقَّ الْقَوْلُ عَلَىٰ أَكْثَرِهِمْ فَهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ , إِنَّا جَعَلْنَا فِي أَعْنَاقِهِمْ أَغْلَالًا فَهِيَ إِلَى الْأَذْقَانِ فَهُم مُّقْمَحُونَ , وَجَعَلْنَا مِن بَيْنِ أَيْدِيهِمْ سَدًّا وَمِنْ خَلْفِهِمْ سَدًّا فَأَغْشَيْنَاهُمْ فَهُمْ لَا يُبْصِرُونَ,

ইমাম কুরতুবি বলেনঃ আমি স্বদেশ আন্দালুসে করডোভার নিকটবর্তী মনসুর দুর্গে নিজেই এ ধরণের ঘটনার সম্মুখীন হয়েছিলাম। অবশেষে নিরুপায় অবস্থায় আমি শত্রুদের সামনে দিয়ে দৌড়ে এক জায়গায় বসে গেলাম। শত্রুরা দুই জন অশ্বারোহীকে আমার পিছে ধাওয়া করার উদ্দেশ্যে প্রেরণ করে। আমি সম্পূর্ণ খোলা মাঠেই ছিলাম, নিজেকে আড়াল করার মত কোন বস্তুই ছিল না। আমি তখন বসে বসে সূরা ইয়াসিনের আয়াতগুলো তিলাওয়াত করছিলাম। অশ্বারোহী ব্যক্তি দুই জন আমার সম্মুখ দিয়ে ‘লোকটি কোন শয়তান হবে’ বলতে বলতে

যেখান থেকে এসেছিল সেখানেই ফিরে গেলো। তারা আমাকে অবশ্যই দেখেনি, আল্লাহ তাদেরকে আমার দিক থেকে অন্ধ করে দিয়েছিলেন।

অতঃপর রাসূল (সাল্লাল্লাহু আ'লাইহি ওয়া সাল্লাম)এর সুন্নাহ অনুযায়ী নিজেকে মহান রবের নিরাপ্তার অধীনস্থ করেনিন,, যাতে আল্লাহ ব্যাতিত আর কারোর পরোয়া না করেন কারন আল্লাহই উত্তম পরিকল্পনাকারী।

জেগে উঠুন এবং মুরতাদদের ঘুম হারম করে দিন আল্লাহ আপনার সাথে আছেন তিনিই আপনার জন্য যথেষ্ট ইনশাআল্লাহ।

"Lone-Wolf" Part 3....

বর্তমানে ত্বাগুত পুলিশ হত্যার সহজ একটি পদ্ধতি।

মোটরসাইকেলে আরোহী কোন পুলিশকে সামনে হতে চা-পাতি দিয়ে কল্লা বরাবর একটি কোপ!

ওমনি কাম-তামাম।

"Lone-Wolf"--মুজাহিদ ভাইয়েরা সহজেই তা করতে পারেন ইনশাআল্লাহ।

ঈদে বা যেকোনো ছুটিতে বেড়াতে আসা আপনার চারেপাশের ত্বাগুত প্রশাসনের কর্ম কর্তাদের উপর। টার্গেট করুন, তার গতি বিধি লক্ষ করুন। বিশেষ করে রমাদানে ইফতারের পরের টাইম এশার সালাতের আগে বা পরে। রাস্তা মোটা মুটি ফাকা থাকে। সাইলান্সার পিস্তল হলে ভাল হয় তবে এজন্য আমাদের সাথে যোগাযোগ করতে পারেন।

যদি না পারেন, তবে ধারালো চা-পাতি, খন্জর, চাকু,, রাম-দা, সামুরাই, চাইনিজ কুড়াল, ক্রিজ ইত্যাদি এ জাতীয় দেশীয় হাতিয়ার কাজে লাগাতে পারেন। তবে সাবধান নিশানা ভুল হওয়া হবেনা। আর ভুল হলেও যেন চিনতে না পারে সেভাবে পালাতে হবে।

ত্বাগুত পুলিশ আর্মি রেব ডিবি এবং অন্যান্য বাহিনীর অনেকেই ছুটিতে বাড়িতে আসবে। এসময়টা তারা নিরস্ত্র থাকে। এই সুযোগটা কাজে লাগাতে হবে আপনাকে। আপনার এলাকার এমন কোন সদস্যদের টার্গেটে পরিনত করতে পারেন অতি সহজেই। ধরালো খন্জর চা-পাতি টি বসিয়ে দিন তার পাঁজর বুক গলা বা কাঁধ বরাবর ইনশাআল্লাহ। ত্বাগুতদের আনন্দকে কান্না আর কষ্টে পরিণত করুন। দুঃখ দুর্দশায় পতিত হোক তারা। তাদেরকে লাঞ্ছনা আর অপমানিত করুন। তাদেরকে রক্তে রাঙিয়ে দিন। এক আল্লাহর সন্তুষ্টির জন্য ত্বাগুতদের অন্তরে ত্রাসের সঞ্চার ঘটান,ইনশাআল্লাহ।

আর নিশানা বানাবেন গলা, কাঁধ, পাঁজর, বুক বরাবর। এসব জায়গায় আঘাত করলে সহজেই হত্যা করা সম্ভব।

এক্ষেত্রে আপনাকে অস্ত্রের ব্যাবহার শিখতে হবে। কোন হাতিয়ার শরিরের কোন অংশে কার্যকর। পরবর্তীতে বিষয়টি আলোচনা করব ইনশাআল্লাহ।

কারো অপেক্ষা না করে একাই কাজটি সম্পাদন করুন। ইহাকেই বলা হয় "লোন-উলফ" মুজাহিদ। জ্বি আপনি নিজেও হতে পারেন একজন "Lone -Wolf"

হয়তো ভাবছেন তাদের হত্যা করবেন কিন্তু হাতিয়ার কোথায় পাবেন?? একটি চা-পাতি দিয়ে একজন পুলিশকে জাহান্নামে পাঠিয়ে দিন তারপর তার আগ্নেয়াস্ত্রটা গণিমত হিসাবে নিয়ে নিন। হয়ে গেল অস্ত্রের ব্যাবস্থা।

কাফিরদের হাতিয়ার আপনার গণিমাহ।

"Lone-Wolf" part 4,,,,

হে মুজাহিদ ভাইয়েরা বেড়িয়ে পড়ুন, আর যে সময় নেই,আপনার জান-মাল আল্লাহর রাহে বিলিন করে দিন। মুসলিম উম্মাহর সংকটময় সময়ে কিতাল না করলে, শেষ বিচারের দিনে কি জবাব দিবেন? নিজেকে প্রস্তুত করুন।

আল্লাহু সুব, বলেন,,

যারা আল্লাহ ও শেষ দিনের প্রতি ঈমান রাখে, তারা তোমার কাছে তাদের মাল ও জান দিয়ে জিহাদ করা থেকে বিরত থাকার অনুমতি চায় না, আর আল্লাহ মুত্তাকীদের সম্পর্কে পূর্ণ জ্ঞাত। [সূরা-তাওবা: ৪৪]

LONE WOLF
CREATIONS

আপনারা ২-৫ জনের ছোট টিম তৈরী করে কুফফার মুরতাদদের উপর কিতাল পরিচালনা করতে পারেন। এতে নিরাপত্তা জোরদার হয় এবং কুফফারদের ক্ষয় ক্ষতি বেশী করা সম্ভব হয়। আল্লাহর রাহে,কিতাল অব্যাহত রাখুন।

"**আর আল্লাহর উপর ভরষা করা সব মুমিনদের উচিৎ।**" [আলে ইমরান:১২২]

হে "Lone-Wolf" মুজাহিদ ভাইয়েরা,আল্লাহর উপর ভরষা করে হাতে চা-পাতি নিয়ে বেড়িয়ে পড়ুন আর ঝাঁপিয়ে পড়ুন আল্লাহর দুষমনদের উপর।

তিনিই আপনার সাহায্যকারী।

"Lone-Wolf" Part 5,,,,

আপনারা একাকী আল্লাহর দুষমনদের জানান্নামে পাঠাতে পারেন আবার ছোট ছোট টিম আকারেও। যাকে বলা হয় "Lone-Pack"

এলাকার ৩ থেকে ৪ জন বা ৫ থেকে ৭ জন সদস্য নিয়ে টিম গঠন করতে পারেন। কেউ যাতে সন্দেহ করতে না পারে সেভাবে আপনাদের কাজ চালিয়ে যেতে হবে।

মহান রবের সন্তুষ্টির জন্য

সতর্কতা অবলম্বন করে টিম আকারে কাজ করলে কুফফারদের ক্ষয় ক্ষতি বেশি পরিমানে করা সম্ভব হয়।

টিম আকারে কাজ করলে মনোবল বৃদ্ধি পায়। তাছাড়া বন্টন ভিত্তিক কাজের কারণে কাজের চাপটাও কম থাকে।

যেমন, কেউ নিরাপত্তা বিষয় দেখাশুনা করে, কেউ অনলাইন ভিত্তিক(দায়িত্বশীল ভাইদের সাথে যোগাযোগ), কেউ অর্থনৈতিক আবার কেউ হাতিয়ার বিষয়ে ইত্যাদি। এভাবে কাজের সমন্বয় ঘটালে হামলা করা সহজ হয়ে আসে।

কাজের উদাহরণ

ধরে নিন আজকে ত্বাগুত পুলিশ বাহিনীর উপর হামলা চালাবেন।

দুজনকে দায়িত্ব দিলেন প্রতিদিন পুলিশ বাহিনী কখোন কোথায় কোন রাস্তা দিয়ে কোন বাহনে চরে কোন এলাকায় টহল দেয়।

তারপর নিরাপদ জায়গা নির্ধারণ করলেন।

হামলার রাতে আগে থেকেই একজন শহরে থাকবে, সে খবর দিবে যে, এই রাস্তা দিয়ে ৪টি মোটর সাইকেলে মোট ৮জন পুলিশ আসছে।

ওকে, কথানুযায়ী এক ভাই সময় মত দেশীয় (৩-৪) টি ধারাল চা-পাতি নিয়ে হাজির।

যে ভাইয়েরা হাতিয়ার চালনা করবেন তারা একটু সুঠাম দেহের, শক্তিশালী এবং কৌশলি হলে ভাল হয়। আর হুম নিরাপদে ফিরে যাবার জন্য রাস্তাটি নিরাপদ হওয়া চাই।

অতঃপর অপেক্ষা,

টার্গেট করবেন সব সময় পিছনের গাড়ির সদস্যদের। এতে করে হামলার পরেও আপনারা ফিরে যাবার সময় পাবেন।

এই ধরণের হামলা গুলি একটু ফাঁকা জায়গা ও ঝোপঝাড় বা গাছপালা যুক্ত হলে ভাল হয়। কেননা লুকিয়ে থাকতে সুবিধা হয়।

তারপর সময় বুঝে ত্বাগুত পুলিশের গলা বরাবর সপাং করে কোপটি বসিয়ে দিবেন ইনশাআল্লাহ। এ ক্ষেত্র দুজন ভাই দুটি মোটরসাইকেল টার্গেট করতে পারেন ইনশাআল্লাহ।

নিরাপত্তার সাথে সরিয়ে আসতে চাইলে এক থেকে দুটি কোপই যথেষ্ট যদি টাইমিং ঠিকমত হয় ইনশাআল্লাহ।

তারপর নিরাপদ রাস্তা দিয়ে সরে পড়বেন।

নিরাপত্তা ↴

হাতিয়ার না রেখে আসার চেষ্টা করবেন।

হাতিয়ারে যেন হাতের ছাপ না পড়ে সে জন্য হাতে গ্লোবস বা হাত মুজা পড়বেন।

হামলাকারী ভাইয়েরা কোন প্রকার মোবাইল জাতীয় কোন ডিভাইস ব্যাবহার করবেন না।

হামলা পরবর্তী সময়ে পূর্বের মতই স্বাভাবিক আচরণ বজায় রাখতে হবে।

এরপর আপনাদের টিম লিডার কেন্দ্রীয় সিনিয়র ভাইদের খবরটি বিশেষ এ্যাপসের মাধ্যমে পৌঁছে দিবেন। তাদের মিডিয়া টিম হামলার দায় স্বীকার জানিয়ে বিবৃতি দিবে যাতে করে গোটা কুফফার বাসীর উপর আল্লাহ ত্রাসের সঞ্চার করেন।

খিলাফাহর (আইএস) এর বাংলা শাখার আত-তামকীন আছে আপনার পাশে,,,,

মহান আল্লাহর সন্তুষ্টির জন্য বাংলা আত-তামকীন শাখার ভাইদের সাহায্য করুন,,,বিনিময়ে আল্লাহ ও আপনাকে সাহায্য করবেন।

"Lone-Wolf" Part 6....

আপনি নিজেকে কিভাবে একজন ময়দান ভিত্তিক মুজাহিদ হিসাবে গড়ে তুলবেন ???

আপনার মনে বারবার মুশরিক, মুরতাদ, ত্বাগুত হত্যা করার স্বপ্ন আসে, পরিকল্পনা করেন আল্লাহ ও তার রাসূলের শত্রুদের কিভাবে জাহান্নামে পাঠাবেন, সারাক্ষণই ভাবেন এই বিষয়টি নিয়ে কিন্তু কোন একটা ভয়ের কারণে আপনি তা বাস্তবায়ন করতে পারছেন না!!!!!

আমীরুল মু'মিনীন আবু বকর আল বাগদাদি আল-কুরাইশী তাকাব্বালাহুল্লাহ এবং তার তিন পুত্র

হে মুজাহিদ ভাইয়েরা ভয় তো থাকবেই এটাই স্বাভাবিক।

বদর উহুদের কথা কি মনে পরে,,,,?

সেখানে তো শত্রুদের সংখাধিক্যতা দেখে স্বয়ং সাহাবি (রাঃ)--**এরা হতাশ হয়ে পড়েছিলেন।**

তারা নবী (সাঃ)-**এর নিকট ফরিয়াদ জানিয়ে ছিলেন কিভাবে আমরা স্বল্প সংখ্যক নিয়ে বিশাল কুফফারদের বিরুদ্ধে বিজয়ী হব**!!!!

তারপর কি হল,,,?

তারপর মহান রব শত্রুদের মনে ত্রাসের সঞ্চার ঘটালেন, **তাদের অন্তরকে দুর্বল করে দিলেন। পক্ষান্তরে মুমিনদের অন্তরকে যুদ্ধের জন্য মুখিয়ে দিলেন। ফলশ্রুতিতে মুসলিমদের বিজয় হল। আলহামদুলিল্লাহ।**

ঠিক এমনটা আপনার সাথেও হতেই থাকবে যতক্ষণ না আপনি পুরাপুরি নিজেকে জিহাদের ময়দানে না নামাবেন।

যখন হাতে হাতিয়ার নিয়ে শত্রু সমাবেশে আগমন ঘটাবেন তখন আপনার অন্তর হতে মহান রব সকল প্রকার ভয় ধুর করে দিবেন ইনশাআল্লাহ।

"Lone-Wolf" Part 7...

মুজাহিদ ভাইদের জন্য কিছু টিপস...

★ পাড়ায় মহল্লায় দেখবেন কোন ব্যাক্তি মুরগী, **হাঁস এ জাতীয় কোন রান্নাবান্না করে কিনা**!!

তাদের মুরগী হাঁস গুলি আপনি জবেহ করে দিবেন। এখানে আপনি এক ধরনের তৃপ্তির স্বাদ নিবেন যে এমন কুরবানী শুধুমাত্র এক আল্লাহর জন্য, **এভাবে যেন মহান রবের শত্রুদের জবেহ করতে পারি**, **এতে করে রক্তপাত বা জবেহ করার ভয় আপনার মন হতে দুর হবে ইনশাআল্লাহ।**

★ প্রতিদিন কোন একটি নির্দিষ্ট সময়ে আপনার চা-**পাতিটি বাহির করবেন এবং একে ধারালো করবেন এবং পরিকল্পনা করবেন সেটা দিয়ে আল্লাহর দুশমনদের গর্দান কি ভাবে উড়িয়ে দিবেন ইনশাআল্লাহ।**

"Lone-Wolf" part 8...

হে মুজাহিদ ভাইয়েরা,,

আপনার জীবনের শেষ চাওয়া-পাওয়াটা কি? জ্বি হ্যাঁ, শহীদি মৃত্যু।

লাখো কোটি মানুষ এমন মৃত্যু চেয়েও পায়না। ইসলাম কায়েমে খিলাফাহ প্রতিষ্ঠায় এমন মৃত্যু খুব কম মানুষের নসিবে হয়।

আল্লাহ সুব, বলেন..

সুতরাং যারা আখিরাতের বিনিময়ে দুনিয়ার জীবন বিক্রয় করে তারা যেন আল্লাহর রাস্তায় লড়াই করে। আর যে আল্লাহর রাস্তায় লড়াই করবে অতঃপর সে নিহত হোক কিংবা বিজয়ী, অচিরেই আমি তাকে দেব মহা পুরস্কার।” [আন-নিসাঃ ৭৪]

"আর যারা আল্লাহর রাহে নিহত হয়, তাদেরকে তুমি কখনো মৃত মনে করো না। বরং তারা নিজেদের পালনকর্তার নিকট জীবিত ও জীবিকাপ্রাপ্ত।”[আলে-ইমরানঃ ১৬৯]

তাহলে ভয় কীসের!!! ঝাঁপিয়ে পড়ুন কুফফারদের সমাবেশে🔪🔪

আল্লাহু সুব, বলেন....

নিশ্চয় আল্লাহ মুমিনদের থেকে তাদের জান ও মাল ক্রয় করে নিয়েছেন (এর বিনিময়ে) যে, তাদের জন্য রয়েছে জান্নাত। তারা আল্লাহর পথে লড়াই করে। অতএব তারা মারে ও মরে। তাওরাত, ইঞ্জিল ও কুরআনে এ সম্পর্কে সত্য ওয়াদা রয়েছে। আর নিজ ওয়াদা পূরণে আল্লাহর চেয়ে অধিক কে হতে পারে? সুতরাং তোমরা (আল্লাহর সংগে) যে সওদা করেছ, সে সওদার জন্য আনন্দিত হও এবং সেটাই মহাসাফল্য। [তাওবাঃ ১১১]

হে "Lone-Wolf" মুজাহিদ ভাই....

প্রস্তুতি নিন,এগিয়ে চলুন শত্রু সমাবেশে। নিজেকে বিস্ফোরিত করুন কুফফারদের সমাবেশে। কুফফারদের মাঝে ত্রাসের সৃষ্টি করুন। আপনার জন্যই রয়েছে মহা দিবসের মহা পুরষ্কার, রবের সাক্ষাৎ।

হে মুওয়াহিদ ভাইয়েরা....

নিজের ঈমান বৃদ্ধি করুন, নিজেকে সক্রিয় করে তুলুন ছোট ছোট হামলার মাধ্যমে। ছোট বড় সকল ধরনের হাতিয়ার সংগ্রহ করুন। মহান রবের সাক্ষাতে নিজের অন্তরকে বিভোর করুন।

হে "Lone-Wolf" মুজাহিদ ভাইয়েরা....

কুফফার মুরতাদ এবং মুশরিকদের টার্গেটে পরিনত করুন, তাদের ক্ষতি সাধন করুন, হত্যা করুন, ইসলামের বিরুদ্ধে করা সকল অপকর্ম থামিয়ে দিন চিরতরে। তাদের অন্তরে ত্রাসের সঞ্চার করুন।

হে বাংলার মুজাহিদ ভাইগন..

কুফফার মুশরিক মুরতাদদের জমিনকে উত্তপ্ত করে তুলুন, তাদের অন্তরে ত্রাসের সঞ্চার করতে আপনিও "লোন উলফ" হামলা পরিচালনা করুন।

অতি শীঘ্রই"Lone-Wolf" হামলা শুরু করুন।

আল্লাহই আপনার জন্য যথেষ্ট..

হে দাওলাতুল ইসলামের মুজাহিদ ভাইগণ..

আমরাই তো সে সকল মুজাহিদ যারা কিনা আল্লাহর সন্তুষ্টির জন্য ফিৎনা নির্মুল না হওয়া পর্যন্ত কিতালকে অব্যাহত রেখেছি।

আপনার নিকটস্থ কাফের মুশরিক মুরতাদদের হত্যা করুন।

মিটিয়ে দিন তাদের প্রাপ্য।

হে দাওলাতুল ইসলামের মুওয়াহহিদ ভাইগণ..

কুফফারদের এমন একটি সমাবেশ বিস্ফোরিত করুন আপনার ইসতিশহাদি বেল্ট। তাদেরকে জাহান্নামে পাঠিয়ে দিন। কারন এই ছিল মুজাহিদের ওয়াদা মহান রবের সাথে।

এবং এরই নাম "Lone-Wolf"...

<u>★হে মুজাহিদ ভাইয়েরা খিলাফাহ ঘোষিত হয়েছে।</u>

নিজেকে জামায়াহর সাথে সম্পৃক্ত করুন তার অধীনে কাজ করুন আপনার জন্য আল্লাহ আপনার কাজকে সহজ করে দিবেন ইনশাআল্লাহ।

মহান আল্লাহ পৃথিবীকে দুটি দলে বিভক্ত করেছেন,,একটি হল মুমিনদের হক্ব দল খিলাফাহ এবং অপরটি দাজ্জাল পরিচালিত কুফফার ও তাদের দোসর মুনাফিক মুরতাদদের সম্মিলিত দল।

আর যে বসে থাকার সময় নেই,,মহান রবের দ্বীন ইসলাম কায়েমে খিলাফাহ প্রতিষ্ঠায় আজই জিহাদের ময়দানে ঝাঁপিয়ে পড়ুন ইনশাআল্লাহ।

আপনার চা-পাতিটি হাতে রবের শত্রু সমাবেশে প্রবেশ করুন যতক্ষণ না নিজে নিহত হবেন ততক্ষণ পর্যন্ত কুফফার মুরতাদ মুশরিকদের হত্যা অব্যাহত রাখুন ইনশাআল্লাহ।

নিজেকে বিধ্বস্ত করে দিন রবের রাহে,

নিজেকে ধ্বংস করে দিন রবের সন্তুষ্টি অর্জনে,

নিজেকে ক্ষত-বিক্ষত করুন মহান রবের সাক্ষাতে,, ফানাহ করে দিন নিজেকে হে মুজাহিদ নিজেকে শহীদ করে দিন মহান আল্লাহর দ্বীন ইসলাম কায়েমে।

হে আসমান জমিনের মালিক,

হে আরশের অধিপতি, আপনি আমাদের আপনার দ্বীন প্রতিষ্ঠায় দৃঢ়তা প্রদান করুন..এবং আমাদের শহীদ হিসাবে কবুল করুন।

অতঃপর এই খিলাফাহকে পৃথিবীর বুকে প্রতিষ্ঠিত করুন।

দাওলাতুল ইসলাম বাক্বিয়্যাহ্ বি-ইযনিল্লাহ্।

"Lone-Wolf" মুজাহিদ ভাইদের জন্য প্রয়োজনীয় নিম্নে কিছু PDF লিংক দেয়া হলো ↴

পিডিএফ↴ **ডাউনলোড লিংক↴**

কাফিরদের রক্ত প্রবাহিত করা হালাল ➡ https://redirect.is/n5xv05f

নিরবে হত্যার কৌশল..... ➡ https://redirect.is/3wzak3d

কিভাবে একটি ড্রোন তৈরি করবেন.....➡ https://redirect.is/dch3q3y

ময়দান ১..... ➡ https://redirect.is/pyfxd8d

দোয়া মুমিনের অস্ত্র.....➡ https://redirect.is/jkngmyg

একটি বোমা তৈরী করো মায়ের রান্না ঘরে ➡ https://redirect.is/4x6tkmb

কাফিরের রক্ত হালাল তাই তা প্রবহিত করুন https://redirect.is/a70bptq

কুফর একটি গুরুতর অপরাধ আর

কাফির কখনো নিরাপদ নয়.....................➡ https://redirect.is/b8u1p0s

সাধারণ দিক নির্দেশনা (দাবিক ২ হতে)....➡ https://redirect.is/7kujmjg

দাওলাতুল ইসলামের মুজাহিদদের জন্য

কতিপয় উপদেশ (দাবিক ৬ হতে)............➡https://redirect.is/5muwtr7

আল্লাহু সুব. আপনাদের সকলকে তার পথে দৃঢ় রাখুন, এবং তারই পথে সর্বোত্তম মৃত্যু শাহাদাতকে আপনাদের জন্য কবুল করুন আমীন,,

এবং আপনাদের দোয়াতে মুজাহিদীনদের ভুলবেন না।..